দৈনিক সংবাদ

তারিখ 19 OCT 1990
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

26

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের ফলে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা

এসএসসি টেস্ট ও বার্ষিক পরীক্ষা নিয়ে অনিশ্চয়তা

॥ রেজোয়ানুল হক রাজা ॥

দেশের ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজধানীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকার বন্ধ করে দেয়ায় হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

এতে করে ইতিমধ্যেই সেশনজট-এ আক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এই সমস্যা আরো জটিল এবং রাজধানীর স্কুল-কলেজগুলো সেশনজটের নতুন শিকার হবে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

গত ১০ই অক্টোবর সরকারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা সচিবালয়ের বাইরে অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচীর মাধ্যমে গণআন্দোলন তীব্রতর করে তুললে আন্দোলন দমন করার একটি পদক্ষেপ হিসেবে পর্যায়ক্রমে ওইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়। সরকার প্রথমে গত ১৩ই অক্টোবর গভীর রাতে ঢাকা ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজধানীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীতে ১৫ই অক্টোবর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৭ই অক্টোবর রাজশাহী ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যথাক্রমে ১৪ ও ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আবাসিক ছাত্রছাত্রীদেরকে একই সাথে হলও ছাড়তে হয়েছে।

এর আগেও সরকার একই কারণে এভাবে কয়েকবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করলেও এবার এক্ষেত্রে দু'টি নজিরবিহীন ঘটনা ঘটেছে। এখতিয়ার বহির্ভূত কাজ করা হয়েছে—একথা বুঝতে পেরে সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের ঘোষণাকে বৈধ করার

(৭-এর পাতায় দেখুন)

পরীক্ষা নিয়ে অনিশ্চয়তা

(১ম পাতার পর)

জন্য একটি অধ্যাদেশ জারি করেছে এবং এই প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের সরকারী ঘোষণার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আদালতে মামলা হয়েছে।

হঠাৎ করে ওইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়ায় সংশ্লিষ্ট সকল মহলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বন্ধ ঘোষিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সর্বোচ্চ সংস্থা সিন্ডিকেট ইতিমধ্যেই এ ক্ষোভ ব্যক্ত করেছে। এই সরকারী সিদ্ধান্ত কি কি ক্ষতির কারণ হয়েছে তা জানতে এই প্রতিনিধি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের সাথে কথা বলেছেন।

রাজধানীর সকল স্কুল এখন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ, অথচ আগামী দু'মাস হচ্ছে স্কুলের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। আজিমপুর গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে স্কুলে এসএসসি'র টেস্ট পরীক্ষা হবার কথা। বর্তমান সময় হচ্ছে পড়ার সময়। এ অবস্থায় স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শিক্ষার্থীদের খুব ক্ষতি হলো। জানা গেছে, উদয়ন স্কুলে আগামী ৪ঠা নভেম্বর থেকে টেস্ট পরীক্ষা এবং ১৮ই নভেম্বর থেকে সব ক্লাসের বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হবার কথা ছিল। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলে এসব পরীক্ষার নির্ধারিত তারিখ ছিল যথাক্রমে ১২ এবং ২১শে নভেম্বর। পুরনো ঢাকার কে এল জুবিলী স্কুলে টেস্ট পরীক্ষা হবার কথা ১৫ই নভেম্বর থেকে। এখন এই পরীক্ষাগুলো কবে হবে তা অনিশ্চিত।

ধানমণ্ডী গভঃ ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক জানান, তার স্কুলে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে টেস্ট এবং নভেম্বরের শেষ অথবা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে বার্ষিক পরীক্ষা হবার কথা; কিন্তু এখন তারা এ নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে আছেন। তিনি বলেন, সারা বছরের তুলনায় বর্তমান সময়ে ছাত্রছাত্রীরা বেশী লেখাপড়া করে। স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের মস্ত ক্ষতি হয়ে গেল।

এই ক্ষতি সম্পর্কে কয়েকজন অভিভাবকের সাথেও কথা হয়েছে। বাংলাদেশ বিমানের সহকারী ব্যবস্থাপক রনজন বড়ুয়ার একমাত্র ছেলে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে ৫ম শ্রেণীতে পড়ে। তিনি জানান, ছেলেটি এখন লেখাপড়ার ধারেকাছেও নেই, শুধু খেলা নিয়ে আছে। ক্লাস ও পরীক্ষার তোড়জোড় নেই বলে কিছু বলাও যাচ্ছে না। এই বয়সের ছেলেদের জন্য এ অবস্থা ক্ষতিকর।

কর্মজীবী দম্পতি মোস্তাফিজুর রহমান ও তাজকিনা পারভীন মিলি'র ছেলে রাজীব লুৎফা একাডেমীতে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। মিসেস মিলি জানান, স্কুল খোলা থাকলে ছেলেটা একটা নিয়মের মধ্যে চলত; কিন্তু এখন তার কোন বালাই নেই। রাজীব এখন লেখাপড়া থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে সারাদিন শুধু খেলা নিয়েই আছে। প্রাইভেট টিউটরের দেয়া 'হোম টাস্ক'ও ঠিকমত করছে না, অথচ স্কুল খুললেই হয়ত পরীক্ষা নিয়ে নেয়া হবে। আরো যেসব অভিভাবকের সাথে কথা হয়েছে তাদের বক্তব্য প্রায় অভিন্ন। স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছেলেদের অভিভাবকরা আরেক দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। তা হচ্ছে তাদের ছেলেরা আড্ডাবাজ হয়ে যাচ্ছে।

সরকারী ঘোষণায় রাজধানীর কলেজগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হলিক্রস কলেজে দ্বিতীয় বর্ষের প্রি-টেস্ট পরীক্ষার আর মাত্র একটি পরীক্ষা বাকি ছিল। লালমাটিয়া মহিলা কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি পরীক্ষা চলছিল যা স্থগিত রাখতে হয়েছে। এছাড়া রাজধানীর যেসব কলেজে অনার্স পড়ানো হয় সেখানে গত ৯ই অক্টোবর থেকে অনার্স পরীক্ষা শুরু হয়েছিল। মাত্র একটি পত্রের পরীক্ষা হবার পর তা স্থগিত হয়ে গেছে; কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে তার অধিভুক্ত সকল কলেজেই অনার্স (সনাতন) পরীক্ষা আপাতত বন্ধ রাখতে হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যসব পরীক্ষাও অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, কোর্স পদ্ধতির মাস্টারস ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রিলিমিনারী ও শেষ বর্ষের পরীক্ষা চলছিল। চলতি বছরের ডিগ্রী (পাস ও সাবসিডিয়ারী) পরীক্ষার তারিখ একবার পিছিয়ে আগামী ৮ই ডিসেম্বর নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় পরীক্ষাটি আবার না পিছিয়ে উপায় নেই। ফলে এই প্রথমবারের মত এক বছরের ডিগ্রী পরীক্ষা আরেক বছরে নিতে হবে, যা আগে কখনো হয়নি।

বলা যায় বন্ধ ঘোষিত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও একই সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে; কারণ সেগুলোতেও সকল পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে।